

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
www.shed.gov.bd

নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৯০.১০৮.১৮-৩৪৫

তারিখ: ০৫ ভাদ্র ১৪২৫
২০ আগস্ট ২০১৮

বিষয়: সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অবহিতকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

দেশব্যাপী সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস ও সড়কে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সড়ক দুর্ঘটনার জন্য অননুমোদিত ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, লাইসেন্সবিহীন ও অনভিজ্ঞ ড্রাইভার যেমন অনেকাংশে দায়ী, একইভাবে পথচারী এবং যাত্রীগণের ট্রাফিক নিয়মকানুন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতাও দায়ী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি বাংলাদেশ স্কাউটসের সদস্যগণ সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে যে ভূমিকা রেখেছে তা সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের মাঝে সড়ক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হলে এ প্রচেষ্টা আরও বেশি টেকসই ও ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে বাংলাদেশ স্কাউটসের অধিকতর মাত্রায় সম্পৃক্ততার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরই আলোকে বাংলাদেশ স্কাউটস ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতা তৈরির জন্য একটি লিফলেট / প্রচারণাপত্র তৈরি করেছে, যা এই পত্রের সাথে সংযুক্ত করা হলো।

০২। সড়ক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো:

- সংযুক্ত লিফলেটটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বিতরণ;
- লিফলেটে বর্ণিত বিষয়াদির উপর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শ্রেণিকক্ষে শ্রেণি শিক্ষক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ধারণা / নির্দেশনা প্রদান;
- সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে সড়ক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে সেশন অন্তর্ভুক্ত করা;
- বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক সমাবেশে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা করা। শিক্ষকগণ প্রয়োজনে এ বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশসহ অভিজ্ঞ অন্যান্য ব্যক্তি ও সংস্থার নিকট থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করবেন;
- ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে লিফলেটে বর্ণিত বিষয়ে আলোচনা ও তা অনুসরণে অনুপ্রাণিত করা;
- ইউনিফর্মধারী স্কাউট, রোভার স্কাউট ও গার্ল গাইডসদের মাধ্যমে পথচারীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ;
- ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে তাদের অভিভাবকগণের নিকট এই লিফলেট পৌঁছানো এবং অভিভাবকদের নিকট ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক লিফলেটে বর্ণিত বিষয়াদি পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করে ট্রাফিক নিয়ম-কানুন ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে অবহিতকরণ নিশ্চিত করা;
- অভিভাবকগণ বিষয়টি অবহিত হয়েছেন মর্মে লিফলেটের নির্ধারিত স্থানে তাঁদের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক তা বিদ্যালয়ে ফেরত প্রদান;
- ঈদ উল আযহার ছুটি শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরুর সাথে সাথে এ কার্যক্রম আরম্ভ করা এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে শেষ করা;
- ট্রাফিক নিয়ম-কানুন ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক অবহিতকরণ কার্যক্রমে কত জন অভিভাবককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে সে বিষয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট ০৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে সমন্বিত প্রতিবেদন প্রেরণ;

স্বাক্ষর

- প্রত্যেক মসজিদে ইমামদের মাধ্যমে এই লিফলেটে বর্ণিত বিষয়ে মুসল্লিদেরকে জুমার নামাজের পূর্বে অবহিত করা;
- প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবক সমাবেশ / মা সমাবেশের মাধ্যমে বিষয়টি অবহিত করা;
- এ কার্যক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সম্পৃক্ত করা;
- বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাথে সমন্বয় করে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে দেশব্যাপী একসাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পার্শ্ববর্তী সড়ক/মহাসড়কে সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক স্লোগান সঞ্চালিত ফেস্টুন স্বল্প সময়ের জন্য প্রদর্শন করা।

০৩। উপর্যুক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো:

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পর্যায়ে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন;
- প্রত্যেক ইউনিয়নের/পৌরসভার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার একজন বা একাধিক উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ট্যাগ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করবেন;
- উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে ট্যাগ অফিসারের কার্যক্রম সমন্বয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সহযোগিতা করবেন;
- সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জ তার থানার আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন;
- মেট্রোপলিটন এলাকায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এ বিষয়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন;
- মেট্রোপলিটন এলাকায় থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ স্ব স্ব থানা এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের জন্য ট্যাগ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;
- জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন;
- জেলা প্রশাসকগণ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এ কার্যক্রম নিশ্চিত করবেন;
- বিভাগীয় কমিশনারগণ মেট্রোপলিটন এলাকার কার্যক্রম সমন্বয়সহ বিভাগের সকল জেলার এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;

০৪। এ বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে:

১. জনাব আরশাদুল মোকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস:
মোবাইল: ০১৭১১১১৪৬৫২, ই-মেইল: mukaddish@gmail.com
২. জনাব মো: গোলাম মোস্তফা, পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস:
মোবাইল: ০১৭১১৯৪৫৪৩৬, ই-মেইল: prsgolammotafa@gmail.com

০৫। উপর্যুক্ত কার্যক্রমসমূহ বাংলাদেশ স্কাউটস ও গার্ল গাইডস এর বিভিন্ন ইউনিটকে সম্পৃক্ত করে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সোহরাব
২০.০৮.২০১৮

(মো: সোহরাব হোসাইন)
সচিব

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা (সকল পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণের অনুরোধসহ)

২. উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর (অধিভুক্ত সকল কলেজকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণের অনুরোধসহ)
৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪. বিভাগীয় কমিশনার (সকল).....।
৫. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল).....।
৭. মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, ঢাকা।
৮. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর, জাতীয় স্কাউট ভবন, ঢাকা।
৯. জেলা প্রশাসক (সকল).....।
১০. পুলিশ সুপার (সকল)
১১. পরিচালক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (সকল)
১২. অধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (সকল)
১৩. আঞ্চলিক পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর,
১৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
১৫. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)
১৬. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।



মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর

Web: www.dinajpureducationboard.gov.bd, email : dinajpureducationboard@gmail.com

স্মারক নং- মাউশিবোদি/প্রশাঃ/শিম/০১/২০০৬/৪৬১২(০২)

তারিখঃ ২৭/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

অত্র শিক্ষাবোর্ডের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে পরিপত্রে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(Handwritten signature)
29.09.2018

(প্রফেসর মোঃ আবু বকর সিদ্দিক)

চেয়ারম্যান

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
দিনাজপুর

ওপরত্বপূর্ণ ট্রাফিক সাইন



এন্ট্রি নিষেধ সাইন



পাচারী গমন নিষেধ



সবই নিষেধ



গাম্বানি নিষেধ



অধঃ দক্ষিণে ঘূর্ণন



বামে দক্ষিণে ঘূর্ণন



একত্রিগত নিষেধ



বড় গাম্বানি নিষেধ



সবই নিষেধ



নিষেধ গমন নিষেধ



দুই দিকের গমনাধিকার



কোম্বা দক্ষিণ



কোম্বা উত্তরে দক্ষিণ



স্বতন্ত্র নিষেধ



একদিকী গমন দিক

জগন্ময়ী যে কোন প্রয়োজনে - ৯৯৯ এ ফোন করুন

* শিক্ষকগণের নিচের অংশটি যাকবর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানেবর নিকট জন্মা দিতে হবে।

আমি/আমরা উল্লিখিত নিয়মাবলী মেনে চলব এবং অন্যকে মেনে চলতে উৎসাহিত করব:

- ক) ----- পিতা ও মাতা/অভিভাবকের নাম, সম্পর্ক, মোবাইল ----- যাকবর -----
- খ) ----- ----- -----
- গ) ----- ----- -----
- ঘ) ----- ----- -----

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব

সড়ক নিরাপদ রাখার জন্য আমাদের সকলেরই ক্রমিকার রয়েছে। একতাবদ্ধভাবে কাজ করলে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা সম্ভব। অননুমোদিত ও ক্রটিপূর্ণ যানবাহন, শাইসেপবিহীন ও অনভিজ্ঞ ড্রাইভার যেমন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী, তেমনভাবে দায়ী পথচারী এবং যাত্রীগণের অসচেতনতা। সকলে মিলেই আমাদেরকে অন্তে হলে পরিবর্তন। আসুন আগে আমরা নিজেকে বদলাই এবং অন্যকে বদলাতে সহায়তা করি। অর্ধেকই আমরা সড়ককে পরিপূর্ণভাবে নিরাপদ করতে পারবো।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ:

- # ফিটনেসবিহীন গাড়ী, বৈধ শাইসেপবিহীন চালক
- # তভারস্পীড, তভারলোড, অতিআত্মবিশ্বাস এবং বেপনোয়া তভারটেকিং
- # নিয়ম না মেনে পথ চলা (ফুটপাথ, ফুটভেভারব্রিজ ও ভেভা ক্রসিং)
- # অসাবধানতা, অমনোযোগিতা (চালক, যাত্রী ও পথচারী)
- # গাড়ী চলানো ও রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার
- # চালকের মাদকাসক্তি
- # ট্রাফিক ও রোড সাইন সম্পর্কে অজ্ঞতা
- # বিরােমহীন দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ী চলানো
- # চালকের চোখ ও কানের ক্রটি
- # শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ না থাকা

পথচারী হিসেবে আমার দায়িত্ব:

- # রাস্তা পারাপারের সময় ডানে-বামে ভালোভাবে লক্ষ্য করে ভেভা ক্রসিং/ফুট-ভেভারব্রিজ/আভারপাস দিয়ে রাস্তা পার হওয়া
- # রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা
- # রাস্তায় হেডফোন ব্যবহার না করা
- # দুই যানবাহনের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে চলাকেরা না করা
- # ট্রাফিক নিগন্যাল যথায়থভাবে মেনে চলা
- # ফুটপাথ দিয়ে চলান করা। ফুটপাথ না থাকলে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে হাঁটা
- # রাস্তায় অমনোযোগী না হওয়া; দ্রুত বেগে অথবা দৌড়ে রাস্তা পার না হওয়া
- # প্রয়োজনে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করা
- # নাল ব্যতি ক্রমল অবেহায় কেনেকসিং পারাপার না হওয়া

যাত্রী হিসেবে আমার দায়িত্ব:

- # চলন্ত গাড়ীতে হাত, মাথা বা শরীরের কোন অংশ জানালা দিয়ে বের না করা
- # নির্ধারিত স্টপেজে গাড়ীতে ওঠানোমা করা; চলন্ত গাড়ীতে ওঠানোমা না করা
- # বাস বে/নির্ধারিত স্টপেজে ছাড়া অন্য কোনো স্থানে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা না করা
- # পরিবহনে ধূমপান না করা
- # চলন্ত গাড়ীতে গেটে খুলে না থাকা
- # চালককে দ্রুত চলানতে প্ররোচিত না করা; দ্রুত চলানতে তাঁকে বারণ করা

- # চলন্ত গাড়ীতে চালকের সাথে অথবা কথা না বলা
 - # চালক মোবাইল ফোনে কথা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা
 - # বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, বৃদ্ধ, শিশু, নারী এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের যানবাহনে আসনের অধাধিকার প্রদান করা; প্রয়োজনে নিজেসব আসনটি ছেড়ে দেয়া।
 - # অনুমোদনহীন যানবাহন যেমন ইঞ্জিন বাইক, ইঞ্জিন রিকশা, নহিন, অটোই ইত্যাদিতে আরোহন না করা
 - # গাড়ী থেকে কোন কিছু বাইরে ছুঁতে না ফেলা, কক্ষ, খুঁচ না ফেলা
 - # ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী হারে গাড়ীতে না ওঠা
 - # বাসে/ট্রেনে অপরিষ্কৃত করেো কাছ থেকে কোনো কিছু না খাওয়া
 - # অনির্ধারিত মাইক্রোবাস বা অন্য যানবাহনে দেখায়ে আরোহন না করা
- গাড়ী চালক হিসেবে আমার দায়িত্ব :**
- # ট্রাফিক আইন, ট্রাফিক সাইন ও রোড সাইন সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা রাখা
 - # গাড়ী চালানার পূর্বে গাড়ীর প্রাথমিক নিরাপত্তা বিধান যেমন- ইঞ্জিন অফেল, ব্রেক, পিয়ার, ঢাকা, স্থানালী, পানি ইত্যাদি পরীক্ষা করা
 - # বৈধ লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যতীত এবং ফিটনেসবিহীন গাড়ী না চালানো
 - # অনুমোদিত যানবাহনে ফ্ল্যাপস্ট্যাভ, স্টিকার, হটার, বিকন লাইট ব্যবহার না করা
 - # বেপেরোয়াভাবে গাড়ী না চালানো এবং গতিসীমা মেনে চলা
 - # গাড়ী চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা
 - # নির্ধারিত স্টোপেজ ছাড়া অন্য কোথাও যাত্রী ওঠানো না করানো
 - # জেব্রা ক্রসিং হতে নির্ধারিত দূরত্বে গাড়ী থামানো
 - # সিট বেল্ট ব্যবহার করা
 - # স্লেপার দিয়ে গাড়ী না চালানো
 - # মাদক গ্রহণ হতে বিরত থাকা
 - # গাড়ী চালানোর সময় কারো সাথে কথা না বলা
 - # গাড়ী চালানোর সময় ধূমপান না করা
 - # প্রয়োজন ছাড়া গাড়ীর হর্ন না বাজানো; জরুরী প্রয়োজনে হর্ন বাজালেও খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আঙুলে বাজানো
 - # হাইড্রোলিক হর্ন বর্জন করা
 - # অনুমোদনহীন স্থানে পাবির্ক না করা
 - # শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের সামনে গতিসীমা মেনে অতি সতর্কতার সাথে গাড়ী চালানো এবং হর্ন না বাজানো
 - # নিয়মিত চোখ ও কান পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে চশমা ও শ্রবণশক্তি ব্যবহার করা
 - # একটানা ছয় ঘণ্টার বেশী গাড়ী না চালানো
 - # কোন অবস্থাতেই উল্টা পথে গাড়ী চালনা না করা
 - # অ্যাস্থলেপ, ফায়ার সার্ভিস ও জরুরী সেবাকে অধাধিকার দেয়া
 - # বাম লেনে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা
 - # নির্ধারিত লেনে গাড়ী চালানো
 - # গাড়ীতে উঠার আগে

- মোটরসাইকেল চালক হিসেবে আমার দায়িত্ব :**
- # লাইসেন্স ছাড়া মোটরসাইকেল না চালানো
 - # ট্রাফিক সিপনাল অমান্য করে মোটরসাইকেল না চালানো
 - # উল্টা পথে মোটরসাইকেল না চালানো
 - # ফুটপাথ দিয়ে মোটরসাইকেল না চালানো
 - # মোটরসাইকেলে আরোহনের পূর্বে চালক ও আরোহীর হেলমেট পরিধান নিশ্চিত করা এবং চালকসহ দুই জনের বেশি আরোহণ না করা
 - # কোন চলন্ত গাড়ীর সাথে পত্রা দিয়ে মোটরসাইকেল না চালানো
 - # দুই যানবাহনের মাঝখান দিয়ে মোটরসাইকেল না চালানো
- যানবাহন মালিক হিসেবে আমার দায়িত্ব :**
- # রেজিস্ট্রেশন, রুট পারমিট, ইন্সুরেন্স, ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া রাস্তায় গাড়ী বের না করা ও হালনাগাদ কাগজপত্র গাড়ীতে রাখা
 - # গাড়ীতে অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডার, ফান্ট এইড বক্স ও ময়লা ফেলার ভুড়ি রাখা
 - # বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ী চালাতে না দেয়া
 - # নিয়মিত সকল চালকের চোখ ও কান পরীক্ষা করা
 - # অর্ডাংবরক চালককে গাড়ী চালাতে না দেয়া
 - # গণপরিবহনে ৬ ঘণ্টা পর পর চালক বদল করা
 - # ট্রাক চালকদের রাস্তার মাঝে বিছামের সুযোগ দেয়া
 - # দুর্ভাগ্যে গাড়ী চালাতে না দিয়ে চালক ও সহকারীদের বেতন ও বোনাস নিয়মিত প্রদান করা
 - # গণপরিবহনের দৃশ্যমান স্থানে গাড়ীর মালিক, চালক, হেল্লার ও সুপারভাইজারের নাম, মোবাইল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও আড়ার তালিকা প্রদর্শন করা
- অভিব্যক্তি ও শিক্ষক হিসেবে আমার দায়িত্ব**
- # নিজ সম্মান ও ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রাফিক আইন, ট্রাফিক সাইন ও রোড সাইন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করা
 - # প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য নিয়মিত ট্রাফিক সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা
 - # শিশুদের জানাতে হবে নিরাপত্তা সর্বোচ্চ এবং জরুরী